উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ প্রাপ্তির সহায়িকা

প্রেক্ষাপট:
করোনা মহামারির প্রভাব মোকাবিলায় গ্রামীণ অর্থনীতিকে বেগবান করার লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার পাশাপাশি কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও আধাসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানো, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়া এবং দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অব্যাহত রাখতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকার নতুন করে ১,৫০০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। যার আওতায়, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা প্রদান করেছে। বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০ কোটি টাকা ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বিগত অর্থবছরে (২০২০-২১) ছাড় করা হয়েছে এবং এসএমই ফাউন্ডেশন তা সফলভাবে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করেছে। অবশিষ্ট ২০০ কোটি টাকা ইতোমধ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ছাড় করা হয়েছে। ফাউন্ডেশন এই অর্থ বর্তমান অর্থবছরে (২০২১-২০২২) উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণের উদ্দেশ্যে ১৬টি ব্যাংক ও ৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রণোদনার আওতায় প্রাপ্ত অর্থ ফাউন্ডেশন চুক্তিবদ্ধ অংশীদার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পল্লী ও প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের ঋণ হিসেবে বিতরণ করবে।

ঋণ আবেদনের জন্য উদ্যোক্তাদের জন্য জ্ঞাতার্থ/অনুসরণীয় বিষয়াবলী নিম্নরূপ:

যেসব উদ্যোক্তা ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবেন:
করোনা মহামারির কারণে গ্রামীণ এবং প্রান্তিক পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ত অতিক্ষুদ্র (মাইক্রো), ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, বিশেষ করে যারা-

- প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ইতোপূর্বে ঋণপ্রাপ্ত হননি এমন উদ্যোক্তা;
- অগ্রাধিকারভুক্ত এসএমই সাব-সেক্টর এবং ক্লাস্টারের উদ্যোক্তা এবং ভ্যালু চেইনের আওতাভুক্ত উদ্যোক্তা;
- সারাদেশের নারী উদ্যোক্তা;
- নতুন উদ্যোক্তা অর্থাৎ যারা এখনো ব্যাংক হতে ঋণ পাননি;
- পশ্চাদপদ অঞ্চল, উপজাতীয় অঞ্চল, শারিরীকভাবে অক্ষম এবং তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তা;
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ট্রেডবডি, এসএমই অ্যাসোসিয়েশন, নারী উদ্যোক্তা সংগঠন, নাসিব, উদ্যোক্তা উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে এধরনের সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সুপারিশকৃত উদ্যোক্তা।

ঋণের খাতভিত্তিক বিভাজন:
ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে উৎপাদন ও সেবা খাতের উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে; তবে ক্লাস্টারসমূহের ভ্যালু চেইনের অন্তর্ভুক্ত ট্রেডিং প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

ঋণের ধরণ:
করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যবসা চালু, পরিচালনা ও সম্প্রসারণ এবং চলতি মূলধন ঋণসহ মূলধনী যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তি ক্রয়/আমদানি এবং ব্যবসার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একক/গ্রুপভিত্তিতে ঋণ বিতরণ করা হবে।

ঋণের পরিমাণ:
গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ হবে ন্যূনতম ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার:
গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪%; যা ক্রমহ্রাসমান স্থিতি (রিডিউসিং ব্যালেন্স) পদ্ধতিতে হিসাবায়ন হবে। ঋণ প্রক্রিয়াকরণের জন্য স্ট্যাম্প চার্জ, সিআইবি ফি ইত্যাদির প্রকৃত ব্যয় ঋণ গ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হবে।

ঋণের মেয়াদ:
গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ২ বছর। গ্রাহকের ব্যবসায়ের ধরণ ও প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৬ মাসের গ্রেস পিরিয়ড থাকতে পারে। তবে, গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণের মেয়াদ ২ বছরের বেশি হবে না। ঋণের অর্থ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ্য হবে।

ঋণ আবেদনের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:
ঋণ আবেদনকারীকে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ঋণ বিতরণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালা অনুয়ায়ী সিএমএসএমই ঋণের জন্য প্রযোজ্য কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্নোক্ত কাগজপত্র ও তথ্যাদি প্রয়োজন হতে পারে।

- ✓ উদ্যোক্তার সঠিকভাবে পূরণকৃত ঋণ আবেদনপত্র
- ✓ নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্স
- ✓ জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি (ঋণ আবেদনকারী ও গ্যারান্টর)
- ✓ পাসপোর্ট সাইজ ছবি (ঋণ আবেদনকারী ও গ্যারান্টর)
- ✓ দোকান মালিকানাস্বত্ব/দোকান ভাড়া চুক্তিপত্রের কপি
- ✓ ব্যাংক হিসাব
- ✓ ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য ডকুমেন্টস

*****ব্যবসায়ের ধরণ ও আকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও কাগজপত্র ভিন্ন হতে পারে।*

ঋণের অর্থের ব্যবহার:
প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রাপ্ত ঋণ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ঋণের অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এসএমই ফাউন্ডেশন হতে ঋণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের নিয়মিত মনিটরিং করা হবে।

ক্লাস্টার/ অ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা:
ক্লাস্টার/অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ গ্রহণে আগ্রহী যোগ্য উদ্যোক্তাদের তালিকা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সহযোগিতা প্রদান করতে পারেন। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান আগ্রহী উদ্যোক্তাদের যাচাই-বাছাইপূর্বক ঋণ বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ঋণের জন্য আবেদন/ যোগাযোগ:
ঋণ প্রাপ্তির জন্য উদ্যোক্তাদের সরাসরি নির্দিষ্ট ব্যাংক শাখায় যোগাযোগ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত ব্যাংক ফোকাল কর্মকর্তা ও এসএমই ফাউন্ডেশন ফোকাল কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

গ্রুপভিত্তিক ঋণ:
সাধারণভাবে একক (প্রোপাইটরশীপ) ও যৌথ মালিকানাধীন (পার্টনারশীপ) উদ্যোগের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করা হবে। তবে প্রান্তিক ক্ষুদ্র বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের ঋণের আওতায় আনার লক্ষ্যে ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্ক ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে- সর্বোচ্চ ৫ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে গ্রুপভিত্তিক ঋণ বিতরণ করা যাবে।

এসোসিয়েশনের মাধ্যমে ঋণ আবেদন এবং ঋণ আদায়ে সহযোগিতা:
আলোচ্য কর্মসূচির ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংযুক্ত করা হবে বিধায় উদ্যোক্তারা অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া অ্যাসোসিয়েশনগুলো তাদের সদস্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে- যারা ঋণ গ্রহণে আগ্রহী এবং যোগ্য, তাদের তালিকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান শাখায় প্রেরণ করতে পারবে। এলক্ষ্যে অ্যাসোসিয়েশনগুলোতে একজন করে ফোকাল পারসন নিযুক্ত করা হবে- যিনি সময়ে সময়ে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করবেন, ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের বিষয়টি ফলোআপ করবেন এবং প্রয়োজনে ঋণ আদায়ে সহযোগিতা করবেন।

ঋণের জন্য আবেদন এবং ঋণ মঞ্জুরী:
আগ্রহী উদ্যোক্তারা ঋণের জন্য ব্যাংকে ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত শাখায় সরাসরি আবেদন করবেন। আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ অগ্রাধিকারভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন কারন না থাকলে, সর্বোচ্চ ১৫(পনের)

কর্মদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ ঋণ মঞ্জুর করে উদ্যোক্তার অনুকূলে বিতরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। আবেদনের ক্ষেত্রে ডক্যুমেন্ট ঘাটতি কিংবা কোন অসম্পূর্ণতা থাকলে, কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে বিষয়টি অবহিত করবে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করে প্রতিপালনের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে। আবেদনকারী উদ্যোক্তা উক্ত সময়সীমার মধ্যে প্রতিপালন করতে সমর্থ না হলে, ব্যাংক ইচ্ছা করলে, আবেদনপত্র নাকচ করতে পারবে।

বিশেষ অগ্রাধিকার: ঋণের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে এবং মোট ঋণের ন্যুনতম ৩০ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বিতরণের জন্য অংশীদার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এছাড়া উৎপাদনশীল ও সেবামূলক ব্যবসার সাথে সংশ্লিস্ট উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ন্যুনতম ৬০ শতাংশ ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।